ফসলের নাম : **মসুর**

মাটি ও জলবায়ু :
- সব ধরণের মাটিতে মসুরডাল চাষ করা যায়। তবে সুনিষ্কাশিত বেলে দোঁআশ মাটিতে এই ফসল ভালো জন্মে থাকে।
- উত্তম তাপমাত্রা হলো ১৫-২০ ডিগ্রী সেল.।
- সাধারণত ৫.৫-৬.৫ পিএইচ যুক্ত মাটিতে মসুর ভাল হয়।
- ভাল ফলনের জন্য কাংখিত গড় তাপমাত্রা হলো ১৬-২৮ ডিগ্রী সেল.।
- তাপমাত্রা যদি ১৬ ডিগ্রী সেল. নিচে কমতে থাকে তাহলে অংকুরোদগমের হারও কমতে থাকে।
- অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত মসুরডাল সহ্য করতে পারে না। মাটিতে আর্দ্রতার পরিমাণ খুব বেশি কমে গেলে বা জমিতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হলেও ফুল ও ফল ধরা কমে যায়, বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। ফলন কমে যায়, এর ফলে নাইট্রোজেন সংবন্ধন ক্ষমতা অনেকাংশে কমে যায়।

জাতের নাম : বারি মসুর-৩, বারি মসুর-৪, বারি মসুর-৫, বারি মসুর-৬, বারি মসুর-৭ ও বারি মসুর-৮।

জমি তৈরী : মাটিতে জো আসলে জমির প্রকার ভেদে ২-৩টি চাষ এবং ১-২টি মই দিয়ে জমি তৈরী করতে হয়।

সার ব্যবস্থাপনা : ইউরিয়া ৪০-৪৫ কেজি, টিএসপি ৮৫-৯০ কেজি, এমপি ৪৫-৫০ কেজি, জিংক সালফেট ৬-৭ কেজি, বোরিক এসিড ৭-১০ কেজি প্রতি হেক্টরে জমি শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে।

বীজের হার : সারিতে বপন করলে প্রতি বিঘাতে ৪ কেজি হারে।
ছিটানো পদ্ধতিতে প্রতি বিঘাতে ৬ কেজি হারে।

বপনের সময় : অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহ হতে মধ্য নভেম্বর পর্যন্ত।

বপন পদ্ধতি : দু'পদ্ধতিতে বীজ বপন করা যায়-ছিটানো ও লাইন করে।
সারিতে বীজ বপন করলে প্রতিটি গাছ সমানভাবে বেড়ে উঠতে পারে। সূর্যালোক, খাদ্যোপাদান ও পানি সমানভাবে পেতে পারে ফলে ফলনও বৃদ্ধি পায়। আগাছা দমন, আপদনাশক স্প্রে ইত্যাদি সঠিকভাবে করতে পারা যায়।
- সারি থেকে সারির দূরত্ব-৩০ সেঃ মিঃ
- গাছ থেকে গাছের দূরত্ব-১০ সেঃমিঃ
- বপনের গভীরতা -৩-৪ সেঃমিঃ

আগাছা দমন :
- মসুরের আশানুরূপ ফলন পেতে হলে ফসল বৃদ্ধির প্রাথমিক অবস্থাতেই আগাছা দমন বা নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। আগাছা দমন না করলে, মসুরের ফলন ৬০% পর্যন্ত কমে যেতে পারে।
- অঙ্কুরোদগমের পর থেকে ৫ সপ্তাহ মসুর এর জমিকে আগাছা মুক্ত রাখা যায় তাহলে ফলন কমে যাবার সম্ভাবনা থাকে না। কাঙ্খিত ফলন পেতে হলে অঙ্কুরোদগমের ২০-৩০ দিন পর অবশ্যই এক বার আগাছা দমন করা বাঞ্চনীয়।

সেচ ও পানি নিষ্কাশন	:	মসুর কিছুটা ক্ষরা সহিষ্ণু ফসল বিধায় চাষের জন্য বেশী পানির প্রয়োজন পড়ে না। এ ফসল গভীর মূলী বলে জীবন ধারনের জন্য প্রয়োজনীয় পানি মাটির গভীর থেকে টেনে নিতে পারে। তবে মাটিতে বীজ বপনের সময় যদি পানির পরিমাণ কম থাকে তাহলে অঙ্কুরোদগম নিশ্চিত করার জন্যে বপনের পূর্বে একটি হাল্কা সেচ দিতে হবে। বপনের সময় বীজের আকার অনুসারে জমির প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা কম বেশী হতে পারে। অতএব মসুর জাতের বীজ বপন করলে অতিবৃষ্টির কারণে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হলে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। অতিরিক্ত ক্ষরা ও জলাবদ্ধতা উভয়ই এ ফসলের জন্য ক্ষতিকর।
রোগবালাই	:	স্টেমফাইলিয়াম ব্লাইট। গোড়া পঁচা রোগ। মরিচা রোগ। ঢলে পড়া রোগ।
রোগবালাই দমন ব্যবস্থা	:	রুভরাল- ৫০ ডব্লিউ পি নামক ঔষধ ০.২% হারে পানিতে মিশিয়ে ৭ দিন অন্তর অন্তর ৩-৪ বার স্প্রে করলে । বপন দূরত্ব ঠিক রাখতে হবে। (২৫ সেঃ মিঃ x ৫-৬ সেঃ মিঃ)। বীজ শোধনকারী ছত্রাক নাশক প্রভেক্স- ২০০ ডব্লিউ পি দ্বারা বীজ শোধন করতে হবে।
পোকামাকড়	:	জাবপোকা, ফল ছেদক পোকা, কাটুই পোকা, পাতার উইভিল ইত্যাদি।
পোকামাকড় দমন ব্যবস্থা	:	অনুমোদিত কীটনাশক (ক্যারাটে, এ্যাডমায়ার, ভলিওমফ্ল্যাক্সি ইত্যাদি) দ্বারা পোকামাকড় দমন ব্যবস্থা করতে হবে।
মাড়াইয়ের সময়	:	মধ্য ফেব্রুয়ারী থেকে মধ্য মার্চ।
ফসল পাকার লক্ষণ	:	▯ কান্ড ও ফল/পড খড়ের রং ধারণ করলে। ▯ বীজের খোসা ও দানার রং প্রকৃত রং হলে। ▯ ফল/পড নাড়লে ঝনঝন শব্দ করলে।
ফসল সংগ্রহ ও মাড়াই	:	▯ কখন শস্য সংগ্রহ করলে বেশী বীজ পাওয়া যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। ▯ বীজ সম্পূর্ণ রূপে পরিপক্ক হলে শস্য সংগ্রহ করতে হবে। ▯ ফসল পাকলে সকালে বা বিকালে গাছ কাচি দ্বারা কেটে ফসল সংগ্রহ করতে হবে। ▯ কর্তিত ফসল তাড়াতাড়ি মাড়াই করার স্থানে নিতে হবে যাতে বীজ ঝরে না যায়। ▯ গাছগুলো/পডগুলো ১-২ দিন ছড়িয়ে রোদে শুকোতে হবে। ▯ হাতের তালুতে ফসলের ফল/পড নিয়ে ঘষা দিলে মচমচ শব্দ হলেই বুঝতে হবে যে মাড়াই এর সময় হয়েছে। ▯ ভালভাবে শুকানেরা পর কাঠ বা বাঁশের লাঠি দ্বারা পিটিয়ে বা গরু কিংবা পাওয়ার টিলার দিয়ে মাড়াই করা হবে।
ফসলের দানা মাড়াই	:	▯ মাড়াই করার পর দানা পরিস্কার স্থানে ঝাড়াই করা। ▯ প্রবল বাতাসে দানা ঝাড়াই করা উচিত নয়। ▯ ঝাড়াই এর সময় খড়কুটা, ধুলোবালি বা অপুষ্ট বীজ পৃথক করা। ▯ ঝাড়াই কাজে বাঁশের কুলা ব্যবহার করাই উত্তম।

- সঠিক মাপের চালুনী দিয়ে দানা চেলে নিতে হবে।

বীজ সংরক্ষণ : দানা গুলো টিনের পাত্র, আলকাতরার প্রলেপসহ মাটির পাত্র এবং পলিথিনসহ চটের ব্যাগে সংরক্ষণ করতে হবে।